



27090 - নজিরে হজ্জ ও বদলী হজ্জ আদায়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি এবং হজ্জের প্রকারভেদে

প্রশ্ন

আমি এ বছর আমার প্রয়াত পতির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে চাই। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর পূর্বে আমি আমার নজিরে হজ্জ আদায় করছি। আমি আশা করব, সুন্নত অনুসারে হজ্জ আদায় করার উত্তম পদ্ধতি উল্লেখ করবেন। হজ্জের প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি কি? কোন প্রকারে হজ্জ আদায় করা উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সহহি সুন্নাহ অনুযায়ী সংক্ষেপে হাজীসাহেবের কার্যাবলী নমিনরূপ:

১. যলিহজ্জ মাসের ৮ তারিখে হাজীসাহেব মক্কা থেকে কথিবা হারামের নকিটবর্তী কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। উমরার ইহরামের সময় যা যা করনে যমেন- গোসল করা, সুগন্ধি লাগানো, নামায পড়া ইত্যাদি হজ্জের ইহরামের সময়ও তা তা করবেন। এরপর হজ্জের ইহরামের নযিয়ত করবেন এবং তালবয়ী পড়বেন। হজ্জের তালবয়ী উমরার তালবয়ীর মতই। শুধু হজ্জের ক্ষতেরে ইহরামকারী বলবেন: ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’; পক্ষান্তরে, উমরার ক্ষতেরে বলবেন: ‘লাব্বাইকা উমরাতান’। যদি তিনি হজ্জ সমাপন করতে না পারার কোন আশংকা করনে সে ক্ষতেরে শরত করে নিয়ে বলবেন: ‘ওয়া ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহলিলি হাউছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোন প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটকে দেয়, তাহলে আমি যে স্থানে প্রতবিন্ধকতার শকার হব সেখানে হালাল হয়ে যাব)। আর যদি এরকম কোন আশংকা না থাকে তাহলে শরত করবে না।

২. অতঃপর মীনাতে যাবে এবং সেখানে রাত্রি যাপন করবে। মীনাতে যোহর, আসর, মাগরবি, এশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে।

৩. ৯ ই যলিহজ্জ সূর্যোদয় হলে ‘আরাফা’ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। সেখানে যোহর-আসর দুই ওয়াক্তেরে নামায যোহরেরে ওয়াক্তে ক্বসর করে আদায় করে নবিলে। অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত সময় দোয়া, যকিরি ও ইস্তিগফারেরে মাধ্যমে কাটাবে।

৪. সূর্য ডুবার পর ‘মুযদালফি’ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। মুযদালফিতে পটৌছামাত্রই মাগরবি-এশার নামায একত্রে আদায় করবে। এরপর সেখানে ফজরেরে নামায পড়া পর্যন্ত রাত্রি যাপন করবে। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দোয়া করত



থাকবে।

৫. এরপর জমরা আকাবাত কংকর মারার জন্য মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবে। মীনাত গিয়ে জমরা আকাবাত একরে পর এক ৭ট কংকর নকিষে করবে। জমরা আকাবা হচ্ছ সর্বশেষে জমরা; য়ে জমরার পরে মক্কা শুরু। প্রতটি কংকর হবে খজের বচিরি সমান। প্রতটি কংকর নকিষেপেরে সময় তাকবীর বলবে।

৬. অতঃপর হাদরি পশু যবহে করবে। হাদি হচ্ছ- একটা ছাগল, আর উট কথিবা গরু হলে এক সপ্তমাংশ।

৭. এরপর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে। আর নারী হলে মাথার চুল ছোট করবে; সমস্ত চুল থেকে হাতরে এক আঙুলরে মাথা পরমািণ চুল কাটবে।

৮. এরপর মক্কায় গিয়ে হজ্জরে তাওয়াফ আদায় করবে।

৯. তারপর মীনাত ফরিরে এসে রাত্রিযাপন করবে অর্থাৎ ১১ ও ১২ ই যলিহজ্জরে রাত্রি এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর তনিটি জমরাত কংকর নকিষে করবে। প্রতটি জমরাত একরে পর এক ৭ট কংকর মারবে। ছোট জমরা থেকে শুরু করবে, তারপর মাঝারি জমরা। এ দুই জমরাত কংকর নকিষে করার পর দোয়া করবে। অতঃপর জমরাত আকাবাত কংকর মারবে। এই জমরাত কংকর মারার পর দোয়া নই।

১০. ১২ ই যলিহজ্জরে কংকর মারা শেষে হলে ইচ্ছা করলে মীনা ত্যাগ করে চলে যাবে। আর চাইলে মীনাত থেকে গিয়ে ১৩ ই যলিহজ্জ রাত্রি যাপন করবে এবং মধ্যাহ্নরে পর পূর্বরে ন্যায় তনিটি জমরাত কংকর মারবে। ১৩ ই যলিহজ্জ মীনাত থেকে যাওয়া উত্তম; ওয়াজবি নয়। তবে ১২ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্তরে সময়েও কটে যদি মীনাত অবস্থান করে তাহলে তার উপর ১৩ ই যলিহজ্জরে রাত্রি মীনাত কাটয়ি মধ্যাহ্নরে পর তনিটি জমরাত কংকর নকিষে করা ওয়াজবি। তবে ১২ই যলিহজ্জরে সূর্যাস্তরে সময় মীনাত থাকা যদি তার অনচ্ছাক্ত কারণে হয় যমেন- সবে রওয়ানা দয়িছে, বাসে চড়ছে কনিতু গাড়ীর জ্যামরে কারণে কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে দরৌ হয়ছে তাহলে ১৩ তারখিরে রাত্রি যাপন তার উপর ওয়াজবি হবে না। কারণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত দরৌ করাটা তার অনচ্ছায় ঘটছে।

১১. এ দনিগুলো কাটানোর পর সবে যখন স্বদেশেরে উদ্দেশ্যে সফর করার ইচ্ছা করবে তখন সাত চক্কর বদায়ী তাওয়াফ না করে সফর করবে না। তবে, হায়যে ও নফিসগ্রস্ত নারীর উপর বদায়ী তাওয়াফ নই।

১২. আর বদলি হজ্জকারী; আত্মীয়রে পক্ষ থেকে বদলি হজ্জকারী হোক কথিবা অনাত্মীয় কারো পক্ষ থেকে বদলি হজ্জকারী হোক তাকে অবশ্যই বদলি হজ্জরে আগে নিজরে হজ্জ আদায় করছে এমন হতে হবে। বদলি হজ্জরে ক্ষত্রে নয়িত ছাড়া পদ্ধতগিত আর কোন পার্থক্য নই। অর্থাৎ সবে ব্যক্তি নয়িত করবে য়ে, তনি এ অমুক ব্যক্তিরি পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করছেন। তালবায়ার সময় নাম উল্লেখ করে বলবে: ‘লাব্বাইকা আন ফুলান’ (অর্থ- অমুক ব্যক্তিরি পক্ষ থেকে আমি হাজরি)।



এরপর হজ্জেরে মধ্যে দোয়া করার সময় নিজেরে জন্য দোয়া করবে এবং যার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করছে তার জন্যেও দোয়া করবে।

দুই:

হজ্জেরে প্রকারভেদে তিনটি: তামাত্তু, ক্বরান ও ইফরাদ।

তামাত্তু হজ্জ: হজ্জেরে মাসসমূহে (শাওয়াল, যলিক্বদ, যলিহজ্জ) উমরার ইহরাম বাঁধা ও উমরা পালন করা এবং একই বছর ৮ই যলিহজ্জ মক্কা থেকে কথ্বা মক্কার কাছাকাছ কোন স্থান থেকে হজ্জেরে ইহরাম বাঁধা।

ক্বরান হজ্জ: মীকাত থেকে উমরা ও হজ্জেরে ইহরাম একত্রে বাঁধা। এ ইহরামদ্বয় থেকে হাজীসাহবে কোরবানীর দিনেরে আগে হালাল হবনে না। কথ্বা প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবনে, অতঃপর উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগে এর মধ্যে হজ্জেরে ইহরামও প্রবশে করাবনে।

ইদরাফ হজ্জ: মীকাত থেকে, কথ্বা মক্কার বাসনিদা হলে মক্কা থেকে, আর মীকাতেরে ভতেরে বাসনিদা হলে সে স্থান থেকে শুধু হজ্জেরে ইহরাম বাঁধা। অতঃপর কোরবানীর দিন পর্যন্ত এ ইহরামেরে উপর থাকা; যদি তার সাথে হাদরি পশু থাকে। আর যদি সাথে হাদরি পশু না থাকে তাহলে হজ্জেরে ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করার বধিান রয়েছে। সক্ষেতেরে সে ব্যক্তি তাওয়াফ করবে, সাযী করবে ও মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে যমেনট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সসেব সাহাবীদরেকেরে নরিদশে দয়িছেলিনে যারা হজ্জেরে ইহরাম বঁধেছেলিনে কনিত্তু তাদের সাথে হাদরি পশু ছিল না। অনুরূপভাবে ক্বরান হজ্জ আদায়কারীও পূর্ববোক্ত কারণে ক্বরান হজ্জেরে ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করতে পারনে।

সর্ববোত্তম হজ্জ হচ্ছ- তামাত্তু হজ্জ; যেরে ব্যক্তি হাদরি পশু সাথে নিয়ে যায়নি তার জন্য। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরেকেরে তামাত্তু হজ্জ করার নরিদশে দয়িছেলেনে এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে তাগদি দয়িছেলেনে।

হজ্জ ও উমরা বধিবধিান আরও বসিতারতিভাবে জানার জন্য আমরা আপনাকে শাইখ উছাইমীনেরে ‘মানাসকিল হাজ্জ ও উমরা’ কতিবটি অধ্যয়নেরে পরামর্শ দছি। শাইখেরে ওয়বে সাইটে কতিবটি পাওয়া যাবে।

আল্লাহই ভাল জাননে।